দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ... কলাম ... ... .....

27 মার্চ

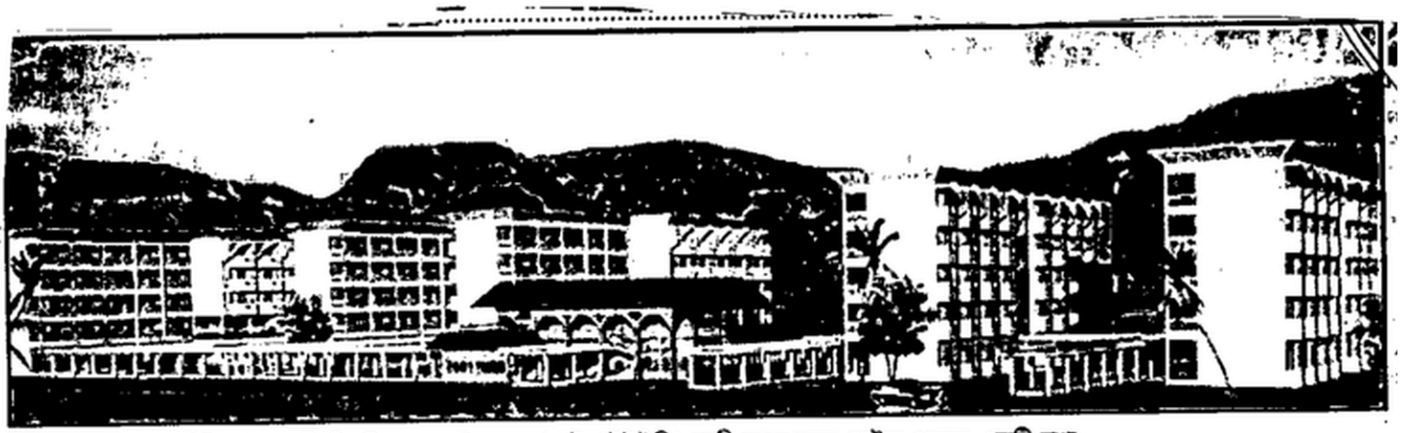

ইনকিলাব ঃ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) স্থায়ী ক্যাম্পাসের মাস্টার প্লানের একটি দৃশ্য

# আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নব দিগন্তের উন্মোচন

**মদছুল কবীর** ॥ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম। দেশের শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামে গড়েওঠা একটি স্বনামধন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষার একটি সফল প্রতিষ্ঠান।

১৯৯২ সালের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই আইনের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাবিদ, সমাজসেবীরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। চট্টগ্রামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মীগণ। তাঁরা গড়ে তোলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট। এসব ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আইআইইউসি সরকারী আনুমোদন লাভ করে। এ বছরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়টিকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার সনদপত্র প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম কেবলমাত্র উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে ওঠেনি বরং এর অন্যতম উদ্দেশ্য বাংলাদেশে একদল চরিত্রবান, সুশিক্ষিত, সৎ, যোগ্য নাগরিক তৈরী করা। যারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। সরকারী অনুমোদন নিয়ে ১৯৯৫ সালে মাত্র ১৮ জন ছাত্র নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। কিন্তু ৭ বছরের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয়টি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সাথে 'ইসলামী' শব্দটা যোগ থাকলেও এখানে শুধু মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসে না- বরং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়টির দ্বার উন্মুক্ত। বর্তমানে আইআইইউসিতে ৪টি ফ্যাকাল্টির অধীনে ৬টি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। এছাড়াও রয়েছে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স, ডিপ্লোমা ইন এরাবিক ল্যাংগুয়েজ, কম্যুনিকেটিভ ইংলিশ এবং কম্পিউটার বিষয়ে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী কোর্স। তাছাড়া সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপকগণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের মানগত উৎকর্ষের লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এক্সিকিউটিভ এমবিএ কোর্স চালু রয়েছে। উন্নতমানের কম্পিউটার ল্যাব, মাইক্রো প্রসেসর সমৃদ্ধ ডিজিটাল ল্যাব, সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, ওভারহেড প্রজেক্টর, প্রয়োজনীয় ক্লাসনোট ও লেকচার সিট প্রদান, শিক্ষকদের সহৃদয় আন্তরিকতা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বৃত্তির ব্যবস্থা।

নতুন শতাব্দীর শুরুতে আইআইইউসি রাজধানী ঢাকাতে একটি শাখা চালু করেছে। ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ঢাকা ক্যাম্পাসেও চট্টগ্রামের মত কোর্সগুলো চালু রয়েছে।

আইআইইউসি প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মাঝে শিক্ষার উন্নতমানের জন্য দেশে যেমন সুনাম অর্জন করেছে তেমনি দেশের বাইরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে স্বাক্ষর করেছে সমঝোতা স্মারক ও একাডেমিক একচেঞ্জ এগ্রিমেন্ট ; এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম হলো আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া, মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব কেপ রেটন কানাডা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লেইস্টার ইউ কে। এছাড়াও ইউনিভার্সিটি সাইন্স মালয়েশিয়া, ইউনিভার্সিটি কেবাংসাআন মালয়েশিয়া, ইন্টারন্যাশন্যল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ-এ আইআইইউসি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন এক্সিকিউটিভ এমবিএ ছাত্র ইউসিসিবিতে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ পেয়েছেন। কানাডার অন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সের কয়েকজন ছাত্র ক্রেডিট ট্রান্সফার করে অধ্যয়ন করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও ওপেন ক্রেডিট ট্যাওয়ার সিস্টেম চালু ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড় তত্ত্বাবধান নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রয়েছে এডভাইজিং সিস্টেম। পড়ালেখার পাশাপাশি স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন ব্যবস্থা করেছে কো-কারিকুলাম কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইআইইউসি'র একাডেমিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হচ্ছে চট্টগ্রামের চকবাজারস্থ অস্থায়ী ক্যাম্পাসকে ঘিরে। তবে শুরু থেকেই উদ্যোক্তারা একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ার জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। আইআইইউসি'র স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে সীতাকুন্ড উপজেলাধীন কুমিরার এক নয়নাভিরাম এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে এই ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসের অনতিদূরে রয়েছে ইকো পার্ক এবং নয়নাভিরাম সমুদ্র সৈকত। পাহাড় ঘেরা ক্যাম্পাসের গা ঘেঁষেই চলে গেছে দেশের প্রধান রেলপথ। পাশেই রয়েছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। ক্যাম্পাস এলাকার ভেতরে রয়েছে প্রাকৃতিক হ্রদ। কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলেছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩টি হোস্টেল। একটি ছাত্রীদের জন্য, ২টি ছাত্রদের। তাছাড়া নির্মিত হয়েছে ৩টি একাডেমিক ভবন, শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরী সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ও কম্পিউটার ল্যাব।

বিগত ২৮ মার্চ ২০০২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কুমিরাস্থ স্থায়ী ক্যাম্পাসে। এইদিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডাঃ প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী আইআইইউসি'র স্থায়ী ক্যাম্পাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হবে।